দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 31 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ২ .....

সুপরিকল্পিতভাবে কল্পকাহিনী প্রচার করছে দেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা

লাখ লাখ মাদ্রাসা-ছাত্রকে ধ্বংস করার চক্রান্তে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা হতভম্ব

মোস্তাক আহমদ ॥ গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের কওমী মাদ্রাসা এবং এখানে অধ্যয়নরত লাখ লাখ অসহায় ছাত্রকে সমূলে ধ্বংস করার চক্রান্ত নিয়ে যেভাবে বিধ্বংসী কামান ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে গোটা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। দেশের কওমী মাদ্রাসার পাদপীঠ বলে পরিচিত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো লক্ষ্য করে ছোঁড়া হচ্ছে একের পর এক কাল্পনিক মারণাস্ত্র। এতে প্রতিদিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মাদ্রাসা এবং এখানকার ছাত্ররা ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ছে প্রতিটি মুহূর্তে। কবি শামসুর রাহমানের বাসায় কথিত হামলাকে কেন্দ্র করে এভাবে কওমী মাদ্রাসাগুলোকে টার্গেট করে ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংসের পাঁয়তারায় শামিল হয়েছে দেশের একশ্রেণীর পরজীবী বুদ্ধিজীবী। আর সেই সাথে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে কল্পকাহিনী প্রচারে কোমর বেঁধে নেমেছে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। কোন কোন পত্রিকায় কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

লাখ লাখ মাদ্রাসা ছাত্রকে ধ্বংস করার চক্রান্তে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা হতভম্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তালেবান বলে আখ্যা দিয়ে তাদেরকে অহেতুক বিপ্লবী সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। টেনে আনা হচ্ছে আফগানিস্তানের তালেবানী বিপ্লব এবং ওসামা বিন লাদেনকে। দেশের সংশ্লিষ্ট পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে মিডিয়ায় এসব উদ্ভট খবর প্রচার করা হলেও গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে কোন কোন প্রচার মাধ্যম অদৃশ্য হাতের ইশারায় এদেশের পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করছে এবং তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এসব ঘটনা নিয়ে এখনো পর্যন্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার কোন বিবৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়নি। দেশের কোথাও কোন এক দাড়িওয়ালা অখ্যাত চোর ধরা পড়লেও বর্তমানে তাকেও তথাকথিত তালেবান সদস্য বলে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। এভাবে একের পর এক মিথ্যার বেসাতীর ফাঁদ পেতে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে কোরআন ও হাদীস।

আশঙ্কার পরও কেন কোন নেতিবাচক কথা উঠছে না? এরা কি শক্তিশালী অস্ত্রধারী বলে? নাকি তাদের খুঁটির-জোর শক্ত বলে? অন্যদিকে যেসব প্রচার মাধ্যম আজ মাদ্রাসার নিরস্ত্র এবং অসহায় ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারাও তো ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোন কথা বলে না। অস্ত্রের ভয়ে, নাকি তাদের সাথে সখ্যতার কারণে? কওমী মাদ্রাসার লাখ লাখ এতিম, নিরস্ত্র ছাত্র মুসলিম দেশগুলোর জাকাতের টাকায় ভরণ-পোষণ ও শিক্ষিত হলে সরকার বা ব্যক্তির দোষ কোথায়? অন্য চোখে দেখলে এটা দেশের মধ্যে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ নয় কি? সরকার যে ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিচ্ছে এবং নিজের দেশের সম্পত্তি দিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না, সেক্ষেত্রে মদ্রাসা পরিচালকদের দোষের কি আছে? তারা তো আর দেশের সম্পত্তি বিদেশীদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে না? আর এ ভাবেই এদেশে বছরের পর বছর